ব্যঙ্গ ঃ বিদ্রূপ ঃ কশাঘাতের ভূমিকা

আনন্দময় রায়

জীবনের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে হাঁটতে হাঁটতে কিংবা সময়ের সুদীর্ঘ পর্ব থেকে পর্বান্তরে রূপান্তরের স্বরলিপি আত্মস্থ করতে কিংবা প্রকৃত বর্ণ বৈচিত্র্য আর আপাত চোখ ধাঁধানো রঙচঙের কলাকৌশল অনেক মমতায় অনুভব করতে করতে কি এক অপরিসীম যন্ত্রণায় থমকে দাঁড়ায় মানুষ। স্নায়ুতন্ত্রের নির্বিরোধী পদযাত্রা তাকে কোন এক অজানা রহস্যের রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্যস্থলে টেনে হিঁচড়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। সে অনুভব করে, তার মন ও মননের সুঠাম পৃষ্ঠদেশে আছড়ে পড়ছে কিছু বা খবর বা অনুরণন যাই বলি না কেন পৌঁছে যাচ্ছে চেতনার অন্দরমহলেও। মুক্ত থাকতে পারছে না অবচেতন ও অচেতন পারিপার্শ্বিকতাও। কি এক আশ্চর্য মুকুরে নিজের অন্তঃপ্রতিবিম্বন দেখছে মানুষ। তার সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের আকাশ টানাপোড়েন-প্রত্যয়-লড়াই স্থবিরতার অমোঘ অনুশাসনের দাসত্ব কাঁপিয়ে-ফাটিয়ে জঙ্গমতার স্রোতে খুঁজে পায় আপন গতিপথ। চেতনার পৃষ্ঠদেশে ঐ আদিম আঘাত মানুষকে 'মান' আর 'হুঁশ'-এর সমতা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে জীবনের রক্তমাংস সম্পৃক্ত দ্বান্দ্বিক-অনিবার্যতায়।

ভূমিকাতে একটা কাব্য করা গেল। আসলে যে আদিম অনুভূতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা আর কিছু নয়, 'Satire' বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হিসহিসানো চাবুক। এর ব্যাখ্যা, তুলনা বা প্রতিতুলনা দিয়েছেন অনেকেই। গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে "A glossary of Literary Terms" এর তৃতীয় সংস্করণে প্রকাশিত M. H. Abrams এর মন্তব্যটি ঃ " Satire is the literary art of diminishing a subject by making it ridiculous and evoking forwing forward it attitudes of amusement, contempt, indignation, or scorn. It differs from the comic in that comedy evokes laughter as an end in itself, while satire. "derides"; that is, it uses laughter as a weapon, and against a butt existing outside the work itself.*

চারের দশকের বহু আগে থেকেই উৎসাহী পাঠকের হাতে পৌঁছতে আরম্ভ করে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ সংক্রান্ত নানা গ্রন্থ। তর্ক-বিতর্কের ঝড় ওঠে। সেই ঝড় সামাল দিতে রচিত হয়ে যায় আরো কয়েকটি মূল্যবান তথা তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনাগ্রন্থ। এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে রাখে ডেভিড ওয়রসেস্টার-এর 'দ্য আর্ট অব্ স্যাটায়ার' (১৯৪০); আয়ান জ্যাক্-এর 'অগাস্টান স্যাটায়ার' (১৯৫২); জেমস সাদারল্যাণ্ড-এর 'ইংলিশ স্যাটায়ার' (১৯৫৮); আর. সি. এল্লিয়ট্-এর 'দ্য পাওয়ার অব স্যাটায়ার' (১৯৬০); গিলবার্ট হাইয়েট এর 'দ্য অ্যান্যাটমি অব স্যাটায়ার' (১৬৬২); রোনাল্ড পলসন-এর 'স্যাটায়ার' (১৯৬৯)। অবশ্য এরই মাঝে জন রাসেল ও অ্যাশলি ব্রাউন সম্পাদিতও ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত 'স্যাটায়ার' ঃ এ ব্রিটিক্যাল অ্যানথোলজি' গ্রন্থটি পাঠক-মহলে বিশেষ সমাদর আদায় করে নেয়। আসলে এই কথাগুলি বলার কারণ হয়তো উন্নাসিক পণ্ডিতচক্রে ধান ভানতে শিবের গীত বলে বিবেচিত হতে পারে।কিন্তু হাসতে যাদের মানা সেইসব রামগড়ের ছানাদের কাছে এর যৌক্তিকতার উপযোগিতা আছে বৈকি। অন্তত তাদের কাছে এর অনুভব নির্মম কশাঘাতের।

সাহিত্যের এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আঙ্গিকটির ডানা দিগন্ত-বিস্তৃত। এর একমাত্র উদ্দেশ্য (তাত্ত্বিক কচকচানির প্রসঙ্গ উত্থাপন না করেও সহজ স্বাভাবিকভাবে যা বলা যায়) বিরক্তি বা হাসির মধ্যে দিয়ে মানুষের দুর্বলতা ও নষ্টামির সংস্কারসাধন। অবশ্য শুধুমাত্র তিরস্কার বা নিছক গালমন্দ করাটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ধাতে সয়না একেবারেই, যদিও এর অন্যতম চালিকাশক্তি প্রচ্ছন্ন ঘৃণা। এর সাধারণ উদ্দেশ্য, নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে, গঠনমূলক, যে দুঃখবোধ থেকে উৎসারিত মানব হৃদয়ের তাবৎ হতাশা ও বিচ্ছিন্নতার গ্লানি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সহাস্য উপস্থিতি তার শত যোজন দূরে। আসলে এর কাজটি হলো একটি বিশেষ ধরনের নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিগত সমাজিক মাত্রাকে নরনারীর অনুভূতির প্রত্যন্ত প্রদেশে নতুন বর্ষার জল পাওয়া গাছের শিকড়ের মতো চারিয়ে দেওয়া এবং একই সাথে তাদের (সমাজবদ্ধনরনারীর) অপরাধপ্রবণতাগুলির চারিত্র্য কাঠামো নির্দয়ভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেওয়া। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রবলভাবে চাবুক হাঁকড়ে রক্তাক্ত করে একটি যুগে বা সময়ের ভণ্ডামি বা নষ্টামির যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ কিংবা কোন ব্যক্তি বিশেষের ভুলভ্রান্তি অথবা মানব প্রজাতির সম্ভাব্য দুষ্ট প্রবৃত্তির কলঙ্কিত ব্যাকরণ। বিশেষত, ব্যক্তি আক্রমণের ক্ষেত্রে (অবশ্য যদি তা হয় কল্পনার রঙে রঙিন) সহজেই ছুঁয়ে ফেলে ঋজনীনতার উদার হৃদয়। এইজন্যই বোধহয় মনে পড়ে যায় অগাস্টিন বিরবেল -এর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সংক্রান্ত সেই চমৎকার উক্তিটি যেখানে তিনি বলছেন যে সত্যিকারের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কাজ হলো "..... to lash the age, to ridicule vain pretension, to expose hypocrisy, to deride humbug in education, politics and relitics and religion." কি চমৎকার এই বিশ্লেষণ!

আপাত দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জনক হলেন প্রাচীন রোমক বুদ্ধিজীবীরা। লুসিলিয়াস-এর পাশাপাশি তাঁর যোগ্য অনুসারীরা, যেমন; হোরেস, পারসিয়ুস ও জুভেনাল এই আঙ্গিকটিকে পৌঁছে দিয়েছিলেন সার্থকতার চূড়ান্ত মহিমায়। ধ্রুপদী ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সম্পৃক্ত কাব্যের প্রতিমায় এঁরাই যোগ করেছিলেন উচ্চতর মাত্রা। সমালোচকেরা প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ক্ষেত্রে বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠটি উত্তমপুষের সম্বোধন করে পাঠককে কিংবা রচনার অন্তর্গত কোনো চরিত্রকে। আলেকজান্ডার পোপের "মরাল এসেস্"-এর পাতায় পাতায় এমন অনেক মণিমাণিক্য ছড়িয়ে আছে। দু ধরণের প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের নামকরণ করা হয়েছে প্রখ্যাত দুই প্রাচীন রোমক রচয়িতার নামে। একটির নাম হোরেসিয় বিদ্রূপ হা হা হেসে ওঠে মানবপ্রজাপতির শনৈ শনৈ অবন

ামনা জুভেনালীয় বিদ্রুপ তিক্ততার চাবুক হাঁকড়ায় ঘৃণ্য মানবপ্রজাপতির চতুর লাম্পট্যে। এর উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় ডঃ জনসনের "লন্ডন" এ "দ্যা ভ্যানিটি অব্ হিউম্যান উইশেস" — এর পংক্তিমালায়। জেমস সাদারল্যান্ড খুব চিন্তাভাবনা করেই তাই বলেছিলেন বোধহয় "…. the art of the satirist is an art of persuasion and for this purpose , rhetoric and argument are quite necessary. " "পরোক্ষ বিদ্রূপ প্রত্যক্ষ সম্বোধন বদলে বর্ণনার আঙ্গিকে পরিবেশিত হয় যেখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উদ্দেশ্যগুলি এমন চরিত্রের আদলে আবর্তিত হয় যারা কাজকর্ম কথাবার্তায় এবং চিন্তাভাবনায় নিজেদের করে তোলে উপহাসের পাত্র ও প্রায়শই লেখকের বর্ণনাশৈলীর বৈচিত্র্যময় ঠাট্টার মিছিলে হারিয়ে ফেলে নিজেদের। এরই আলোচনায় এসে পড়ে 'মেনিপ্পিয়' ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-এর কথা। একে আবার কখনো কখনো বলা হয় 'ভাররোনীয়' ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। উদাহরণ হিসাবে হাজির করা যেতে পারে রাবেলার 'গারগাঁতুয়া এ্যান্ড পাঁতাগ্রুয়েল', ভলতেয়ার-এর 'কাঁদিদ', থমাস লাভ পিকক-এর 'নাইটমেয়ার ত্র্যাবি', হাক্সলির 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট' ও লুই ক্যারল-এর অ্যালিস সংক্রান্ত দু খানি বই। পাশাপাশি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি নরথ্রপ ফ্রাই-এর নাম।

সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে আমরা পেলাম ড্রাইডেন, পোপ আর সুইফটকে; ফরাসিদেশ থেকে উঠে এলেন বয়লুঁ, মলিয়ের আর ভলতেয়ার, জার্মানির প্রতিনিধিত্ব করলেন হাইনে আর রিখটার; স্পেন থেকে সারভান্তেজ। বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সংক্রান্ত রচনার স্রষ্টারা স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও, প্রাচীন রোমক পূর্বসুরীদের সাথে একটি ব্যাপারে এঁদের মিল ছিল যথেষ্টই। এঁরা প্রত্যেকেই ভন্ডামিকে ঘৃণা করতেন আর প্রত্যেকেই বদমেজাজের ভাষাকে (যা মাঝে মাঝেই টপকে যেত শালীনতার কাঁটাতার) পরিয়ে দিয়েছেন রূপকের আঙরাখা। পাঠক মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করে, অনুভব করে উন্মোচনের রাজ্যপাট।

এক অদ্ভুত ভালো লাগায় আমরা দেখে যাই ওল্ড টেস্টামেন্টের ইতিহাস ড্রাইডেনের হাতে রূপান্তরিত হয় সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলির ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কথামালায়। পাঠক কি করে বিস্মরণের কবরখানায় ছুঁড়ে দেবে 'অ্যাবসালাম এ্যান্ড অ্যাকিটোফল'? সুইফটের 'গালিভার্স ট্রাভেল্স' কি সমুদ্র-অভিযান (সাগর বললে শ্রুতিমধুর হোত বোধহয়) আর নানা আবিষ্কারের গল্পে ঠাসা চলতি সাহিত্যের বিদ্রূপাত্মক নাটক। গিলবার্ট ও সুলিভানের 'পেসেন্স' ও অন্যান্য রচনা, গে'র 'বেগার্স অপেরা ও ব্রেখট্কৃত এর রূপান্তর (অবশ্যই আধুনিক রূপান্তর 'দ্য থ্রিপেনি অপেরা') সার্থক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সংপৃক্ত পালাগান। টি এস এলিয়টের 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড'-ও কি আলাদা কিছু?

সেখানেও সমসাময়িক জীবনযাত্রায় আধ্যাত্মিক মন্বন্তর উঠে এসেছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আলোছায়ায় পৌরাণিক চিত্রকল্প। পাঠকের মন ও মননে আজও গান শুনিয়ে যায় শেরিডানের 'দ্য রাইভালস নটক' (মিসেস ম্যালাপ্রপের 'ম্যালাপ্রপিজম্' তো আজ ইতিহাস), কনগ্রভের 'দ্য ওয়ে অব দ্য ওয়ার্ল্ড' কিংবা পোপের 'দ্য রেপ অব দ্য লক'-এর ব্যঙ্গ বিদ্রূপের উষ্ণ প্রস্রবন। শেক্সপিয়রের কমেডি কি বিদ্রূপের তলোয়ার উঁচিয়ে ধরেনি চেতনার উলঙ্গ রৌদ্রে? মধ্যযুগীয় ধর্মীয় কুসংস্কার, যাজক সম্প্রদায়ের ভন্ডামি-লাম্পট্য-লোলুপতা-মিথ্যাচার আর শঠতার (চসারের রচনা স্মরণে আসে) বিদ্ধে গর্জে ওঠা বোকাচিও ও পেত্রার্কের উত্তরাধিকার কালে কালে সঞ্চারিত হয়ে যায় এইচ জি ওয়েলস্, উডহাউস জেকবস, জেরম কে জেরম, স্টিফেন লিকক, মার্ক টোয়েন, ও হেনরি, ফকনার, হেমিংওয়ে, মম কনরাড, কিপলিং, মঁপাসা, তলস্তয়, গোগল, পুশকিন শেচদ্রিন, তুর্গেনেভ, শেকড, গোর্কি, লু সুন-এর সৃষ্টিশীলতার শিরা-উপশিরায় অত্যাধুনিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কবজির জোরে ঠাঁই করে নিয়েছে কথাশিল্পের আঙিনায়। ইভলিন ওয়াফ'র 'দ্য লাভ্ড ওয়ান্' জোসেফ হেলারের 'ক্যাচ টুয়েন্টিটু', এবং কুর্ট ভননগাটের (জুনিয়ার)' 'প্লেযার পিয়ানো' ও 'ক্যাট্স ক্রাডেল' তারই স্বক্ষর বহন করে।

মনের মণিকোঠায় বার বার উঁকি দিয়ে যায় আরো অনেক মুখ। ষোড়শ শতকের ইতালিয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কাহিনীর জনক আর্তেনসিও ল্যান্ডো, ফরাসি লেখক শাম্প ফিলিউরি, ইতালিয় বিশপ (সত্যিকারের মানবমনের কারিগর) মার্তিয়ো ব্যান্ডেলো, 'বা' ছদ্মনামে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রসরচনা-লেখক ক্যালম্যান মিকজাৎ, শ লেখক ফিয়োদর ক্লোর্রে, ল্যাটাভিয়ান লেখক অ্যালবার্টস্ বেল্স্ (এঁরই রচনা 'দ্য ওয়ার ওয়াজ ফান') জার্মানির ত্রিশ্চিয়ান গেল্লার্ট, পাশাপাশি সারা পৃথিবীর অসংখ্য লোক-কথা ও লোক-কাহিনী — পাঠকচিত্তে নিয়ত অম্লান। হাসতে হাসতে হাতের মুঠো শক্ত হয়ে আসে, পেশি হয়ে ওঠে টানটান আর ওষ্ঠপুটে ধারাল দাঁত চেপে বসতে না বসতেই চোখের জল নেমে আসে দুঃখের বর্ষায়। কিন্তু কবির কথায় "….. বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ....." থামে না। অন্তস্থিত বেদনা তখন যেন আলো হয়ে ওঠে। আর সেই আলোর সরণী উজিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পাঠক অবাক চোখে দেখে ঃ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এক লহমায় হয়ে উঠেছে তরবারিসম। জীবন-দর্শন। সেখানে সততার কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচাই করে নেওয়া যায়, চিনে নেওয়া যায় নিজের মুখ ও মুখোশ।

দুটি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনা। প্রথমটির রচনাকাল দুটি পর্বে বিভক্ত, ১৬৮১ ও ১৬৮৬। শিরোনাম 'অ্যাবসালাম এ্যান্ড অ্যাকিটোফেল'। রচয়িতা ঃ জন ড্রাইডেন। প্রারম্ভিক অংশটির রসাস্বাদন করা যাক ঃ

"In pious times, e'r Priest-craft did begin before polygamy was made a sin; When man, on many, multiply'd his kind, E'r one to one was, cursedly, confind: When nature prompted, and no law deny'd Promiscuous use of Concubine and Bride Then. Israel's Monarch, after Heaven's own heart, His vigorous warmth did, variously, impart to wives and Slaves : And, wide as his Command, Scatter'd his Maker's Image through the Land."

রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের চাবুকের সাঁই সাঁই শব্দ শু হয় এখান থেকেই। পরের অংশটিতে ড্রাইডেন অনেক বেশি বাঙময়, অনেক বেশি প্রকটিত ঃ

"Michal, of Royal blood. The crown did wear A soyl ungratefull to the Tiller's care : Not so the rest; for several Mothers bore to Godlike David. Several Sons before but since like slaves his bed they did ascend No True Succession could theirseed attend of all this Numerous Progeny was none So Beautiful, so brave as absolom:"

দ্বিতীয়টির রচনাকাল ১৯২৪ — ২৬। শিরোনাম ঃ 'ওয়াইল্ড গ্রাস্'। রচয়িতা ঃ লু স্যুন। আরো পিনদ্ধভাবে ঃ 'দ্য ডগস্ রিটর্ট। চাবুকের শব্দ বেড়ে যায় ঃ

I dreamed I was walking in a narrow lane, my clothes in rags, like a beggar.
A dog started barking behind me.
I looked back contemptuously and shouted at him : "Bah! Shut up! Lick-spittle cur!" He sniggered.

“Oh no!” “I’m not up to man in that respect.”
“What!” Quite outraged, I felt that this was the supreme insult.
“I’m ashamed to say I still don’t know how to distinguish between copper and silver, between silk and cloth, between officials and common citizens, between masters and their slaves, between.......”

কিন্তু স্বপ্ন থেকে বাস্তবের মাটিতে ফিরবার প্রাণান্ত আকুলতা বিদ্রূপ হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে রক্তে। আর শেষ পর্যন্ত আমাদের বোধ ঃ

“I turned and fled.
“Wait a bir! Let us talk some more ......” From behind he urged me loudly to stay.

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সংপৃক্ত সাহিত্য আমাদের জড় চৈতন্যে ক্ষমাহীন নির্মম কশাঘাতের মতো। কখনো ঘুম ভাঙে আমাদের, কখনো বা অশালীন পরোয়াহীনতার পাঁক ঠেলে ঠেলে রজনীগন্ধার ঝুটো আমন্ত্রণে যাত্রা আমাদের। কিন্তু সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঐতিহাসিক ভূমিকা অনিবার্য। এই ঐতিহাসিক ভূমিকার নাম দেওয়া যেতে পারে কশাঘাত। সমঝোতানন্দিত ধূর্ত সুখে মজে থাকা আবরণহীন মধ্যবিত্ত মানসিকতা শোনে কি কশাঘাতেরশ্বাসরোধী শব্দ?

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com